যাঁরা লিখেছেন : রবীন্দ্র গুহ, কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য, বারীন ঘোষাল, গৌতম দাশগুপ্ত, দিলীপ ফৌজদার, অগ্নি রায়, অনিন্দ্য রায়, প্রাণজি বসাক, ভাস্বতী গোস্বামী, পার্থসারথী দত্ত, অরূপ চৌধুরী, দীপঙ্কর দত্ত

রবীন্দ্র গুহ-র তিনটি কবিতা

মায়া ক্যালেন্ডার

ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল আজ মহাশূন্যে ভোজসভা। অনুভব করলাম
আমার হাত দুখানি বেজায় লম্বা তথা পা দুটি যুগপৎ ভারী ও দীর্ঘ
সর্বাঙ্গ অসমবয়সি ! কি বলতে কি বললাম : ব্রহ্ম হে মা-ধ-ব
কোথায় আমার ঝুলকালি মাখা মুখ
ঝলসানো নখদন্ত আঙুল কপাল
উরুতময় বালি কুয়াশা বুদবুদ
কোথায় মোচড়ানো নদী ? পুঁইফুল ?
অষ্টমীর চাঁদ ?
তন্দুরচুল্লিতে রাজহাঁস -- আমি চিনি-চর্বি-দুগ্ধ কিছুই খাইনা
কৃষ্ণ এখন মাল্টিডায়মেনশনাল গ্লোবাল -- চাঁদের অদূরে চাঁদ রাত্রিকালীন রাজধানী
ঝাঁক ঝাঁক পৃথিবী। নিকটস্থ হয়েও দূরে চলে যায় উদ্দাম রমনী।
তুমিই তো শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ
না, আমি রবীন্দ্র

ছিলে, আজ তুমি মঙ্গলের মেরুপুরুষ -- আগামীকাল মাকালীর মর্গের প্রহরী হবে
আমাদের ভালবাসা ?
থাকবেনা
আমাদের ক্রোধদৈন্যধর্ষক্ষুধা ?
থাকবেনা
ঈশ্বর-সংক্রান্ত তল্লাশি ধ্বনি-শোক-শূন্যতা আত্মমৈথুন ? কবরমুখী লম্বা নীরবতা
তুমি গাণিতিক মেজাজের কথা ভাবছ। কত কি দেখেছ বল। মঙ্গলের
ধুলোয় সুনীতার ভুল অহংকার তোমাকে কাঁদিয়েছে কি ? জেসিকা লালের মৃত্যুতে তামাম
দিল্লীতে মানুষের অমানুষপনা নিয়ে কেউকি বলেছে জন্ম নিয়ন্ত্রনের কথা ? গুলিটা
কোথায় লেগেছিল জেসিকা লালের ? যোনিপদ্মে ? বুকে ? ত্বকে ? মাংস খুবলোনো
বাতাস এ-শহর আর শহর থাকলনা -- বিধাতার ঘুমন্তচোখে ঝর্ণাফুর্তি -- সবটাই
রূপকথার ধ্বনিধুনন -- হাঁ, অনুশাখা থেকে ফুসফুস ফাঁকা করে দাও, আর চ্যুত
চতুর্দশী ধর্ম প্রেম, আর সমদৈর্ঘের উচ্ছ্বাস, প্রত্যঙ্গের কাটাকুটি ইহকালের মায়া ক্যালেন্ডার
দেহ নেই অস্ত্রপচার নেই, ডেথ ওরফে স্বয়ংমৃত্যু
হর্ষবর্ধন, তুমিই তো বলেছিলে সে-সে আমি-আমি
শুয়োরের খোঁয়াড় সংসদভবন
এখন মুখের অর্ধেকটা রাজধানী চাঁদের দিকে
বাকি অর্ধেকটা ঝুলন্ত ব্রিজ
যিশু জুডাস কৃষ্ণ বস্তুত লুট নয় এস মোহর কুড়োই
আসলে মেধামস্তক হাত নয় হাতই মস্তক -- আমাদের ঘিরে

অজস্র রাস্তা, রাস্তার দুপাশে রাস্তা, অনাচ-কানাচ ঘিরে রাস্তার ওপারে রাস্তা।

যুবকের শহর

রক্তে আলোকিত মুখ - বাড়ির সামনেই বাড়ি অথচ নামনম্বর মনে
পড়ছেনা - উৎপীড়িত শরীর থেকে খুলে ফেল্লুম প্রেমিকার দেয়া
বাঘছাল - অনেক তো হল ইঁদুরগর্তে লর্ডশিপ খেলা লজ্জাপত্র নিয়ে,
জ্বলনশীলার বুকের শেকলে কাটামুণ্ডু উড়োমানুষের কপালে রোদ্দুরকণা
ধর্ষনান্তের সময় নির্ণয় করে খরন্যাংটো বৃষণিসুন্দরী ক্রোধশিল্পের কথা
বলল : লর্ডশিপ চালিয়ে সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছ তুমি--
শূণ্য বিছনা যোনিকুসুম ছেঁড়া, এখন কি যা ইচ্ছে তাই করা সম্ভব ? মিথ্যাদিন,
অভিমানী ঊরু ঘিরে রুগ্ন দুপুরের কিমাকার হাওয়া, মিথ্যারাত
জ্বলনশীলা, তোমার দ্বন্দ্বঘৃণায় আছি নিশ্চুপ ভুলঠিকানায় আধন্যাংটো
দ্রোণর শহরে ছোবলে জর্জর
রাত বারোটার কোল্কাতার গাটারে মাছি

আত্মার ভিতর শয়ে শয়ে দীনাত্মা -- সদানত, বয়স্কা জননীর অনিঃশেষ দিন,
ভুলতে পারেননা কন্যাবস্থার কলঙ্ক -- ইহ ভুল, কুন্তির এই ভ্রান্তি ! একরাশ
বুকভরা বালিক্ষার আর ষড়যন্ত্রের বায়ুগুচ্ছ দুর্যোধনের দুঃখ
শূণ্যতার স্পর্শে শূণ্যতা, বুক অব্দি এই শহরের ধ্বনি, আর হ্যাঁ
রক্তে আলোকিত যুবকের মুখ।

যুবকের রাত

কোন কোন রাতে চাঁদ যেন চিতাচুল্লির মত, সারারাত ঘুম আসেনা ঘরময় হাঁটাহাটি
করি। জীর্ণ জানালার কাছে যাই, দেয়াল কার্নিশে গিয়ে বসি -- মধ্যরাতে
খোলা থাকে গান্ধারীর চোখ -- শহরের পথে দাপিয়ে ছোটে বিনোদিনীর
রথ -- লীলার নিমিত্ত লীলা, প্রতিলীলা সুখ ও আনন্দ সংক্রান্ত। বিনোদিনীর
আঁচল জড়িয়ে যায় রাতের শূন্যতায়
অহিতুণ্ডিক যুবকের ঘটনা-বেত্তান্ত শুনে

আইবুড়ো বন্ধু বলল: জিন্দালাশ
যুবতীর আঁচলে মীনপুচ্ছ সাপ
যুবকের রাত মানেই যন্ত্রণা -- দস্তানার আড়ালে অনন্ত বিষাদ
এরকম হয় ঠিকঠাক কিছুই ঘটেনা। ফাতনা নাচানো ভঙ্গিতে
'ধ্যুত' বলে কে একজন তর্জনি নাড়ল -- শূন্যে একাধিক ছবি আঁকলো, বলল :
জীবনের পুঁথিপাণ্ডুলিপির তিক্ততা বাছাই কোরনা
নাও, সিগার ধরাও --
বুকের বীজক্ষেত্র থেকে রুহিতমা দাগদুগ সহস্রপরত
ধোঁয়ার সাথে উড়িয়ে দাও --
মধ্যরাতে দাপিয়ে মরুক লীলার নিমিত্ত লীলা, প্রতিলীলা
সে সিগার ধরাল, নাক কুঁচকালো, ভুরু নাচিয়ে বলল:
পাতাফুল তোলা বিনোদিনীর আঁচলতলে বর্তুলচাঁদ
যা হবার হয়েছে, এসো
এবার সুখ ও আনন্দ সংক্রান্ত
কিছু কথা বলা যাক --
পানপাত্রে এত বিষাদের গন্ধ কেন ?
বাতাসে আঁকিবুকি বার্তা ছড়ায় অতিরিক্ত ছোবলায় বুক
বিনোদিনীর রথ চলে যায় --
শূন্যতার মরণফাঁদে পা, সারারাত ঘুম আসেনা, ঘরময় হাঁটাহাটি করি,
দেয়াল কার্নিশে গিয়ে বসি

যুবকের রাত মানেই যন্ত্রণা --
এরকম হয় , ঠিকঠাক কিছুই ঘটেনা।

কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য-র কবিতা

আগুনপুতুল

মিউজিক্যাল কুয়াশায় কোয়ান্টাম ফিজিক্স
গরম থুকপা লা জবাব
মেয়োনিজ স্যান্ডউইচ

যজ্ঞি ডুমুরের অতল স্নেহে ঠ্যাং নাচায় ঝিল বাতাস
'হোরা ইন্ডিয়ানা ! হোরা হিন্দুস্তানা !'
রাত দুপুর না হতেই
ধ্বংসস্তূপ - ভাঙচুর বিশ্বাস

মুখপুড়িদের জামার ঝুল
কেনে হাঁটু তক ?
উদলা গা খোলা বুক
নেংটা শিবের ধম্মপুত্তুর
টার্বো রক্ত ধমনী চিমচিম

দেখতে দেখতে একটা শহর ক্রমশ অন্ধকার প্রি-হিস্টরিক জঙ্গল ;
ঝর্নাপাখি জাল আটক, নারী খাদক ক্যানিবালদাঁত
খুবলে নেয় ইন্টেস্টাইন ! বীভৎস রস লালা থুথু
হাতের চেটোয় চুষে খায়
জব্বর হয়েছে ! মারহাব্বা !
গোপন ফিসফিস মেটালিক ডানা মেলে রাত পাখি
জোছনা মাখা পালাম গাঁও-এর আগুনপুতুলের
জরায়ু গভীরে মিলেনিয়াম ঠান্ডা বারুদ
আইসবার্গের টপ
ক্যান্ডেল লাইট প্যাটার্ন বানায় লিমপার্কে যন্তর মন্তর
মগজ ধোলাই ইন্ডিয়া গেট
গ্যাংগ্রিন বিষ খোলস দেহ ছাড়িয়ে
মানচিত্রে হাঁটি হাঁটি পা পা
আশিয়ানা ড্রিমল্যান্ড ম্যাজিক ধোঁয়ায়

অলৌকিক শরীর

সেন্ট এলিজাবেথের কেমোফ্ল্যাজ সাদা কেবিনে

র - ক্ত - হী - ন অপেক্ষায় থাকে

আরেকটি জন্মদিনের

পানকৌড়ি পেলিকান পেংগুইনদের জলমহলের

শীতহীন ঝিলমিল কর্নার করিডোরে

বারীন ঘোষাল -এর কবিতা

বোকাচোদারা রেপ রেপ খেলছে

একজন আমি ওই চলেছে মমনদীটির খেয়া ধরে.....একজন আমি এখন ক্লাসরুমে ছাত্র আমিদের.....আমিকে দেখি মাছের দর করতে.....কম্পুটারে বসে কে ওই আমিকে তো চিনলাম না.....আরো এক আমি প্রেমিকাকে নিয়ে বিছানায় উশখুশ করছে..... অন্ধকারে খুবসা রেপিত হচ্ছে কে ও.....আরে এতো আমি বাসে চড়েছিল.....আমিরা রেপ করছে.....আমিদের কি সুখ কি

যন্ত্রণার রক্ত ঝরে.....

আমিই সব সবাই আমি
আমরা আমাদের বুঝেছো কি আমি
আমি আমাকেই রেপ করে
আমিই রেপিয়ানা গাইছি
সুহানা রাতরানা কাতরানা সব আমার আমার আমার

তারকাঁটা
তার কাটাটিও আমাকেই হন্ট করছে
কাঁটাগুলো আর রেফগুলো আর রেপগুলো
রেফে রেফে রেপিত রমণী
জীবনানন্দের শালিক আমি দেখিনা এই ম্যাক্সিমাম শহরে
দিল দিল কার কার দিল্লী দিয়া
অচেনা লাশের কাহার
এ কাহার কথা
আমি হারামীর কথা নাকি
পিপাসায় হরকত কাহারবা খাম্বাজ
দিল্লীর খাম্বা গুলো ঢুকে যাচ্ছে আলোর গভীরে

এরকমভাবে অনেক আমির দেখা.....শংখ হাতে অসংখ্য আমি.....কেউ কেউ তাকিয়ে আছি

মদের বোতলের দিকে নাকি বোতলের মদ টলতে গিয়ে খুঁজছে আমিকে.....এত এত আমি মাইরি অবশ হয়ে যাই আর.....আমিরা মিলে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাই.....।

অগড়ম বগড়ম কথায় ঝড় দিয়ে হাঁটা হাইওয়ের অবসানে
ভেঙ্গে পড়ে চেকনাকা
দূরদিক থেকে মোমবাতির মিছিল আসছে
পায়ে পায়ে হাতে হাতে আমিদের জমায়েতে
হৃদয়ের পেছন পানে ওল্টানো একটাই রাইম দরিয়া

এই বুঝি বনেরা বন হলো কত ভিড় ছোট বড় সবুজের মেলা কিছু লাল এত কবি এক আমি এক লোক অলোক বিশ্বাস প্রিয়তা.....আমিদের ছেলেমেয়েদের বলছে বারীনদা শালা একটা বোকাচোদা.....কী পুলক.....বাচ্চা আমিরা রেগে যাচ্ছে কেন.....এ-ভাষার মানে বুঝিনি.....তাহলে কি কোন কোন আমি আমাদের মধ্যেকার নয় অলোকশ্রী.....একটা গাছ অনেক কিশলয়দের বলছে এই বটগাছটা বোকাচোদা আমি .....তার মানে বোঝেনা কেন আমি.....গাছে গাছে পাতারা পড়িতেছে শিশিরের হিমের বৃষ্টির কথা আমিনা.....আমি না

পাতা
পর্ণনা
পর্ণনারী শাড়ি
কে আমি পড়িতেছ আমাদের কবিতার খুনোখুনি
কোথাও তার কর্ণপাত নেই

এত রেফ কেন
আমরার আমিদের এত রেপ কেন

আর একদিন কাকদ্বীপে সমুদ্রের ধারে কবিতা পড়তে গিয়ে কি সুন্দর দেখতে মাইকের মাইটি ককিয়ে উঠলে আমিদের মধ্যে অলোকই আবার বলল মাইকটা একটা বোকাচোদা..... বসে থাকা অনেক আমির মধ্যে আমি বুঝলাম রহস্যটা.....কি করে বাস চলে আর তার মধ্যে রেপিত হই কেমন করে আমি.....

যে গাছের পাতা পড়ে আছে গাছ জানিতো না সে কি আমি নয়.....অথচ সবাই জানে দেখতে পায় গল্প কবিতা লেখে বিজ্ঞান কত কত.....সবাই সবজান্তা জানতা হ্যায় গাছটাই শুধু কিছু জানিত না বলেনা .....শুধু কবিতা হয়ে ঝরে যায় আমিরা.....আর তার ওপর দিয়ে দিল্লী চলে হা হা আমিরা যায় যায় যায় যায় রে.....

রচনাকালের ওপর তাডিম আলো পড়েছে
কে দিচ্ছে ওম
এমনি সুন্দর হও বোকাচোদা
এমনি এমনি আমিদের দিন ঢলে দূরে

এত শত বোকাচোদা আমরা
আজ বোকাচোদাদের জয়
অলোক কি জানিতনা সেও এক আমি আমি আমি

আমরা সবাই বলি বলি বলি হয়ে যাই চলো
জয় বোকাচোদাদের জয়
বোকাচোদাদের জন্য আজ সবাই মিলে জিন্দাবাদ করি

গৌতম দাশগুপ্ত-র কবিতা

রেপ ক্যাপিটাল

মাথাটা গরম হয়ে যায়
যমুনার হাওয়ায় একটু ঝিমুনি ভাঙিয়ে তিব্বতী মেয়ের গলা
বাবুজী, ছাং এর সঙ্গে এটা খেয়ে দেখুন, ভাজা গ্যাংগরিনাস ইনটেসটাইন
লাসায় তিনজন চিনে সৈন্য সেই কবে ওর মাকে খেয়ে নেওয়ার পর
মেয়েটা ছাং দিতে দিতে এমন অদ্ভুত ভাষা বলে
ছাং এর গন্ধ ছাপিয়ে ইনটেসটাইনের পোড়া ঘ্রাণ

ছাং এর মধ্যে দৌরয় দশ হাজার জোয়ান অব আর্ক
আমার কপালের রগ দাবিয়ে ডাক্তারের সোনামোড়া দাঁত ঝলসে ওঠে
সমস্ত বৎতমিজিকে দুয়ো দিচ্ছে দেখুন উইলপাওয়ারি পলকা মেয়ে
রূপোমোড়া দাঁত ঝলসায় উকিলের
সোয়াইন আইনে ফাকিং-এর সাথে এল শেপ রড ঢুকিয়েও ছেলেটা জুভেনাইল
শ্লা শব্দটা হাওয়ায় পাক খায় রাতে মহিপালপুর ফ্লাইওভারে
যেখানে ছেঁড়া রজনীগন্ধা আর ওয়েডিং কিটস রাস্তাময় ছড়ানো
আমি সে রাত থেকে পণ করে মুনিরকা থেকে বসন্তবিহার
বসন্তবিহার থেকে মহিপালপুর সব রাস্তাকে ধর্ষণ করি
আমার বড় আদরের রেপ ক্যাপিটালের ধর্ষকামীর রুট ধর্ষণ করতে করতে
আমি কেঁদে ককিয়ে বলি মুনিরকা পি-সি-আর অন ডিউটি
তোমাদের গান ও নুনু দুটি কী সেরাতে ঘুমিয়ে ছিল !
মা হারা মেয়ে কাঁধে হাত রাখে, বাবুজী, আর একটু ছাং .....!

দিলীপ ফৌজদার -এর দুটি কবিতা

ইন্ডিয়া গেট

মাথার ভেতর বীজেরা পাতা মেলতে চাইলে বাওয়ালি
কেউ জোর করে খুলে দিতে চাইছে পাতা
অসম্ভব নীরেট না হলে কেউ কি যাবে ?
সহজ সরলদের জন্য এমনিই ফাঁদ পাতা ভূবনে
তখন টানা হেঁচড়া, আঁচড় কামড়

শিশুবেলাকার অনুরোধের আসরে
প্রাইভেসি ছিল না বলেই বাপু কা তিন বন্দর
ছায়াসঙ্গী তরল ঐ শব্দগুলোর যে সস্তা
বাজার হবে একদিন
এমন কোন কথা ছিল না

শীত যেমন
ধর্ষণপীড়িত শহর যেমন
নীরব, বহমান বায়ুর অভাবে ধুলোপড়া পাতারা যেমন
বাসার ভেতর কুঁকড়ে থাকা পাখিরা

লেপের সুরক্ষায় দিল্লি এই রাতে ৫ ডিগ্রি
তুষারপাত নেই তাও বীজেরা বীজে
রাতদুপুরের ঝড় তোলা বাস
একরাশ দুঃখ দিয়ে অনেক অনেক পরে থামে
থামতই। এতখানি হিংস্রতা ছড়ালো --
খুন কা বদলা খুন চায় এতক্ষণে
জ্ঞানপাপী এই দেশ

ব্যাকট্র্যাক

গ্রহযোগে মার্কেট পড়ে যায় যখন তখন ব্ল্যাঙ্ক মেসেজ আসে পরপর কয়েকটাই
এখনো সেই গঞ্জের নাম পালি গ্রামের নাম পাখাল এই গল্প পুরোনো
হয় নি। পাব্লিকের হাতে কলম এসে গেলে যা হয়। আসছে বছর না

আসতেই 'আবার হবে'। এত হুজুগেও মনে পড়ল ওখানে যেতে যেতে
শুকোনো ঘুঁটেরা শিল্প আবেদনে ক্যামেরায় এসেছিল
সম্পাদকমশাই ঐ মলাটছবি না রেখে তাঁর তখন হিমালয়বিজয়ের নতুন ছবি
তারপরের তিনটে মলাট পর আরেক বার

চাঁদ সওদাগর বজরায় ; দলের প্রত্যেকেই একাধারে মন্ত্রী ও কোটাল
ও পার্ষদ। শাস্ত্রীরা বুদ্ধিমতী ও নিপুণা
এদিকে আমাদের চীনেপটকা পাগলাদাশু দস্যিপনা থামায়ই না
এগোতে এগোতে জ্যাঠামশাইয়ের লেপমুড়িসুড়ি অপ্তবাক্যগুলি
গিলতে গিলতে মাঝে একবার বেড়ালের গল্প শুনে যেতেই হয়

এখনো পর্যন্ত মন ভারি হয়ে আছে পর্দা জোড়া মৃত্যুর সংবাদ

নারীমৃগয়ায় মন ভরেনা প্রিমিটিভ পুরুষের আকাশে উড়তে শেখে নি
আজকের দিনেও। দুনিয়ায় দেখার এতকিছু, এই ভেবে চলতে থাকে
রোজদিনকার লোক্যাল - পাতার পর পাতা উদগারে
ফলাফল ভালো না। হেঁসেলের ঝাঁঝে ভরিয়ে দিলো দিগ্বিদিক
অভিযানের গর্ব বা আনন্দ কোথাও জমে গোমড়া হয়ে এগোতে চাইছিল
বিজয়গাথার মেসেজগুলো জড়ো হয়েছিল অন্য কারোর কাছে
তার ব্যাওসাটা মোড়লি ভেবেছিল লোকসানের কোন কথা নেই

এমন কি বুড়োও ঢুকেছে গোঁসাঘরে ১০০১তম বার
সাগরে যাওয়া হয় নি বলে
বড় বড় মাছের গল্পেরা সব মুলতুবি

এই তো অবস্থা। এবারের মলাটছবিগুলো
সব জড়ো হয়েছে গিয়ে ফেসবুকে কোনো বিজয় উত্তেজনা ছাড়াই
মিয়োনো পোস্টমডার্ণ, এস-এম-এস, নিউজ চ্যানেলে গলাবাজি
এই সব এন্টারটেইনমেন্ট
থেকে সরে একদিন ইন্ডিয়াগেট ঘুরে আসতে গিয়ে
পুলিসি আটক সেন্ট্রাল সেক্রেট্যারিয়েট স্টেশনে
আমরা সম্পর্কহীন হতে না চেয়ে অনর্গল ভিক্ষাপাত্রে
হৈ হৈ ভালোবাসি তাই আসি। দলে দলে। রাজপথ জমজমাট
ভাবছি বিপ্লব হচ্ছে এইমত আত্মশ্লাঘা নিয়ে আছি

অগ্নি রায়-এর দুটি কবিতা

আই স্পাইজ

সন্ধ্যেকার্তিক প্রায় মেরে এনেছি, পাঁচিলের ওপারে তখন পদধ্বনি। ধাপ্পার মতো
প্রবাদপ্রতিম চমকদার, আড়মোড়া ভেঙ্গে তাকালেই তার ডাঁশা চোখে আটকা পড়ে
যাই। আমার কাপড়েচোপড়ে হয়ে যায়। ইঁট গাঁথনির শিরাউপশিরা ভিজিয়ে দেয়
একজন্মের প্রস্রাব আর পিঠের দাবনায় বিষণ্ন ঘনঘটা কালি লেপে দিল। হে চতুর
তোমার মুখোমুখি বসবার জন্য যেন দড় হয়ে উঠতে শিখি। তীব্র থাপ্পড়ের ঘোরে
যেন ডুবন্ত মাস্তুলের ছায়াটুকু মেপে নেওয়া যায়। ইঁটপাঁজরের গুল্ম, শৈবাল আর
চোরাকাঁটায় ঘাপটি মেরে থাকা সদলবল আতঙ্কনিধির সৎকার করি প্রভু।
একেবারেই ভালো দেখাবেনা, তবুও পালানোর দৌড়ে রাজি হয়ে যেতে পারি

মৎস্যপুরাণ

১. পমফ্রেট

ব্রহ্মের মতো স্বাদে নিরাকার, তাই কি সমুদ্র ঝাপটার স্মৃতি ডাকাডাকি করে ? নুনের গয়না ছাড়া কীভাবে পার হবে বিবাহ-বিপদ ! প্রাচীন এশিয়া থেকে রেশম পথ খুঁজে নিয়ে মশলাবাহী পোত চলে আসে তোমার গায়েহলুদের দোরগোড়ায়। ধনেপাতা বাটার নির্লজ্জ সবুজের সামনে তোমার রুপোলীর জেদ ক্রমে ঝরে যায়। তবু ওই নির্বিকার কাঁটাহীনতার কাছে ফ্রক পরা শৈশব লেগে আছে

২. কই

সেই কানে হেঁটে যাওয়ার কিংবদন্তি থেকে বৃষ্টির মহাভোজ থেকে উঠোন ছাপিয়ে শৈশবের জলধারা ঢুকে আসার কথা থেকে দেশভাগের বাঁকাচোরা স্মৃতি থেকে এক এক ভাইবোনের পাতে অন্তত আট দশটা করে পড়ার আগে ছাই চাপায় জুড়িয়ে দাও হে জিওল প্রাণ। নয়তো নাগাল থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়ে যাবে মুহূর্ত। মৌরিবাটার ঘ্রাণে ওদের ফিরিয়ে নাও কড়াই বিশ্বে। দ্যাখো, পোয়াতি পেট থেকে উঁকি মারছে নরম ডিমের আশ্চর্য রং যা সমস্ত ধান পাট ক্ষেতের পুকুর সভ্যতায় ছড়িয়ে রয়েছে

৩. ইলিশ

ইলিশের মতো দুর্লভ যখন নদীর কাঁচ ভেঙ্গে উঠে আসছিল আমি বেকুব আলস্যে গোলমরিচের ঘোরে পড়েছিলাম। আমরা জানি যে গোলমরিচের ঝালের কোনও স্মৃতি থাকেনা, কালোবাজারে তার শীঘ্রপতন নেই ! ইলিশের রাজকীয় তেলে তাই শেষপর্যন্ত জল ঢেলে দিতে হয়েছিল আমায়। তার বিপদজনক ত্রিভুজ কোনো কাতরতা পেলনা। রান্নাঘরগুলি এক্ষেত্রে পুরনো বন্ধুর মত শাহী ষড়যন্ত্র সেরে নিয়েছিল গোলমরিচের কৌটো-বেগমের সঙ্গে। কাঁচভাঙার শব্দও কানে আসতে দেয়নি...

৪. মৌরলা

চিরে যাওয়া কাঁচালঙ্কার তীব্রতাকে কতবার ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছ ? এত মুখচোরা মুখশ্রী ! যেভাবে পিতামহ ভীষ্মের যৌনতায় শিখন্ডির আঁচ অনেকটা সেভাবের বার্ণার তোমার ছিপছিপে অস্তিত্বকে সাৎলে নিয়েছিল ! অথচ ঘ্রাণ নিয়ে কবিতা লেখার ডিউ ডেট চলে গিয়েছে, রসনা-বিস্ফোরণও অয়েল অ্যাক্রিলিকে ধরা রইল কোথায় ! শুধু যাওয়ার আগে দুপুরের জলে রুপোলী তারার মত জ্বলে নিভে শিখিয়ে যেও ব্রেস্টস্ট্রোকের শিল্প

অনিন্দ্য রায়-এর কবিতা

কারখানা, হে

১
আলো ছাড়া বাসিন্দা ছিল না
বিভাষা, কোমরবন্ধ, খুলল না শ্বাসে
পাতা পড়ল, প্রথম খঞ্জর কলিজায়
রাখল ঝুলিয়ে, ওদিকে হ্যাজাক, পতঙ্গেরা
বন্ধু হল কয়েকজন, তাদের কলসে
হাত ঢুকিয়ে দিলাম

২
চমৎকার, নদীও ঘটেছে, না-মীনের কী যে
স্নান তো চাকরি এক, দুই বললে
তীর আর স্তন, না-দৃশ্যের কপিকল
টানছি অথচ পড়ছে বর্ষাকাল
আড়চোখে ঘটেছে খরিশ

৩
সিন্দুরছোঁয়াচ, আপ্ত, নিঃশ্বাসে লহর
লেগে বাঁশরীও এয়ো, পরিস্থিতি খুলে
পংক্তি ধানের ছড়া, নেড়ে
দেখতে চাই, কাঁচপৃষ্ঠা, যতটা লেখার
তার চে বিছানা বশ্য, আমি ও হাড্ডিম

৪
তখনো অক্ষর সীসে, একই ভোগ
গুঁড়ো তাপমাত্রার লেই, ঠোঁট আর বিষ
ছড়ানো পৃষ্ঠায় শ্যাওলারা ছিল কর্মী
পরায়নে, সামান্য পেরেছি
চরিত্রে যা ছাপে, শিরা ছিঁড়ে
নষ্ট করে দিতে

৫
সপাট শূকর লিখি, না হলে বিবাহ নিশ্চিত
যৌতুকে ককনি, খনিবৃত্তি, অপাঠ্য
মানব না, চর্বি ও তেল বিক্রি করা যাক
অথবা দু হাতে মেখে, লেচি করে
জ্বরের কপালে যদি বুলিয়ে দিতাম

৬
রসিক খড়ের চালা, বৃষ্টি থেকে
ওষুধবর্ণ যা, শুঁড়ির নাটকমাত্র, বিড়ম্বনা
শূন্যের পেছনে, ভ্রূণ
অস্থির, গড়িয়ে চূড়ান্তে পড়ে
নেশা তুলতে রজ্জু বনেছি

৭
পাশে শুশ্রুষা বসানো, চাকা কর্ণধার
একেকটা আঙুল খুলে চালিয়ে দিলাম
চামড়া শুকিয়ে আসে, ধুনো, দূর্বা, পাপ
ও যাদের নাম নেই, অঙ্গ নেই
অথচ উত্থান ঘটে, শেকল ভাঙার স্বপ্নে
নিশির ব্যান্ডেজ ভিজে যায়

৮
ছিপ, তদারকি হাওয়া, পড়ছে নিস্তার
বীজ হাঁ-মুখে, জ্বলছে, জলেই নামাব
বেণী ভিজে, মাধব ভিজিয়ে
কাপড় খারাপ করব, সপাং পুরোধা
অতোটা দেবে না, দাগ কাটবে কপালে
জন্ম আরেকবার উল্টিয়ে যাবে

৯
বাতা ছাড়ানোয় প্রাণ, না অর্ধকে
আছে বুদবুদে, শ্রীনগর, পন্থা ভাঁজ করে
ছোট হয়, চাকু হয়, ঘষে ঘাম উন্মাদিনী

আছে গামছায়, বিছিয়ে নিমন্ত্রণ করি
'খাও মাথা ব্যথা, খাও কোষ ভর্তি পানি'

১০
কলাপাতার কামিজ, আয়না খসিয়ে
নিঃশ্বাসের বোন ঐ কবির অনিদ্রা পড়ছে
'বালিশে হিংসার দাগ', অসতর্ক
আরো যা লাগছে করোটিহীনতা থেকে
মুছতে ঘষছি হাত, ছিঁড়ে যাচ্ছে
সর্বনাশ, ব্রত

১১
বকম, একটি ভোজ, কলহের ও পারে বসেছে
ধরলে দ্বিবীজপত্রী, তিনপাত্তি খুলে
দেখি ক্রাইমস্ফটিক, ধূর্ত, অনর্গল, হাত বাড়ালেই
সুখবড়ি, পছন্দ হলো না
নখের ভেতরে রাখা ধাতুদুর্বলতা
কোনোমতে পানীয়ে মেশাই

১২
দই, অনঙ্গ নিহিত, ফেটিয়ে কৃতার্থ করে

জিহ্বা চূড়ান্ত নয়, তবু ক'টি গ্রামীনশলাকা বিঁধে গেল
যাতনার ফিনকি, পতন, আরো মাখি
ক্ষিতি অপ তেজ, তোমার আরোগ্য পেলে
মাটির হাঁড়িটি ভেঙে ফিরে আসব দেহে

১৩
অলিভার বু, সুযোগ অজস্রচক্ষু, একটু
বাকি রইল দেখা; লোভ, যা এখনো বল
ড্রপগুলি হ্রস্ব হয়ে থামে, ঠেলে দিই
বিশ্বাসঘাতক, ধমনী ফোলায়
আরো যে বাড়াব চাপ ফেটে পড়বে
স্ত্রী-পুরুষ বাড়ি

১৪
রেলের পাতানো ধাঁধাঁ, ফাঁকটুকু মেলে না, সত্বেও
ধাক্কা দিতে থাকি, দম একেক্কে লোহা, তুলে
নিজেই তো পড়ে যাই, শিরদাঁড়া ছিটকে
ঘোরে বনবন, পৎঝরে
নার্ভের ডানা পেয়ে বাড়াই সর্বস্ব গতি, যদি না
পৌঁছই আগে, গাড়ির বাষ্পের কাছে হারি

১৫
পাতা, যখন বলছি ; চ্যাপ্টা, শুভেচ্ছার ওপর
ছুরি চালিয়ে খানিক তুললাম, শির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত
হাত চালিয়ে কলঙ্ক হল, তো চাঁদ
যখন ওঠাচ্ছি, রোমশ, আঠালো
ছাড়ে না কিছুতে, অথচ বেতনক্রমে
তাকে কিছু দূরে যেতে হবে

১৬
শীর্ষ খোলা ভদ্রাসন, ঢুকে দুই খন্ড হয়ে পড়ি
জল-হাওয়া-আলো নেই, পরস্পরকে
ধরতে পারছি না, খড়ের ওপর ওলটাই
ভাবি কেন লক্ষও আনি নি, অগ্নিচাবুক নেই
তবু পিঠ ধ্বংস হল, স্বরতন্তুকে টেনে এতো ঢিলে
কইতে পারি না ; ভাঙি অন্তহীন
কেবল একেকটি কোষে, তাও ফেটে আকাশ দেখায়
সূর্য-চন্দ্র-তারা নেই, একেকটি মানুষের ছাপ
ছড়ানো রয়েছে

প্রাণজি বসাক-এর তিনটি কবিতা

খেল-খেল-মে

সাপ - সাপটার ফুসলানো মাথা রো-রো
গর্তের এক্কেবারে মুখোমুখি আর একটি মুখ
মুখে রা নেই
সম্মোহন বিদ্যা জানে গর্ত

বিষহীন সাপ খেল-খেল-মে ছুঁড়ে দেয় খাম
খামভর্তি অগণন শব্দ
না বলা কথার ভাষা

ভাষা থেকে ভাবান্তর

সাপ বুঝতে পারে না কনুইয়ের জোর
মুখের বিস্ময়
টান
খোলস বদলাতে বদলাতে অবাধ প্রবেশ
অধ্যাপকের লেকচার থেকে নেওয়া নোট
কোনো কাজেই লাগলনা - সত্যি !

মর-মর-মর

এসএমএস আসে নব ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে পড়ি
নীল আলোয় অক্ষরের মেলা

শরীরের আঠা ক্রমশ: গলে যায় নির্ভার স্বপ্নে
উঠে দাঁড়াতে সময় লাগেনা খোলাচুলে

এক ঝটকায় ডেকে আনি মেঘ
পালাবার সব পথ বন্ধ
শিকল খুলে কে যেন ডাকে আয়

উঠোনে দাঁড়ালে হাফ-কাট চাঁদ
মরতে বলে - মর মর মর

পেট-মে দুখ

কম পয়সায় গরম গরম লাঞ্চ সারব ভেবে ধাবা খুঁজছি
আমাকে দেখেই অর্জুন বাহাদুর একটি কিশোর
ধাবাপ্রসুত চিরকালীন ডাকনাম যার - ছোটু
দৌড়ে এসে বলে -
সাব ... ডাবল আন্ডাকারি ... একদম মস্ত

সেই থেকে ওর প্রেমে পড়ি

আমাকে প্লেট ... পেঁয়াজকুচি ... হরিমির্চ

আর স্টিলের গ্লাসে জল দিয়ে
একথালা রাজমা-চাওল নিয়ে বসে
বলে --- পেট-মে দুখ
প্রতিটি গ্রাসের সঙ্গে জল গিলছে
পেটে আগুন যে
অর্জুন বাহাদুরের পেটের দুঃখ
টেবিল থেকে থালা থেকে ধাবা থেকে
গলি থেকে কিষণগঢ় থেকে বসন্তকুঞ্জ থেকে
ফর্টিস থেকে দক্ষিণ দিল্লি থেকে ভাসছে

আরাবল্লী থেকে গোটা দিল্লি থেকে যন্তরমন্তর থেকে
উত্তর ভারত থেকে
ঝলমলে রোদ থেকে উড়ছে
সমগ্র ভারতবর্ষে
পেট-মে দুখ --

নীল আকাশ জুড়ে সে দুঃখ সারা বিশ্বে

কিশোর অর্জুন বাহাদুর একা নয় এক নয়

ভাস্বতী গোস্বামী-র কবিতা

রিলিফ ক্যাম্প

উয়ো কা----------লী
রা------আ----আ----আ-----আ-----আ

ওরা উঠে আসছিল
শ্যাওলা ঘোলাটে চোখে
বারো হাতের উল্লাস
মেতে আস্তাকুঁড় খেলায়

অসহায় চাঁদের আর্তনাদ
ভাঙ্গে সিম্ফনী খান
খান ----------ক্ষীণ
লেজার হওয়ায় কাটাকুটি
যোনি যকৃত যন্ত্রণা
শহর কাটে
স্মুদ কেওটিক
শুদ্ধ তর্পণ উৎসবের রাতে
এসেছিল---------- ওরা
ইবলিশ কুকুর
ইনসানিয়াত খুবলে খুবলে
খুবলে
লালা বিষ চেটে দিতে
চিরশ্রীর পর্ণালী সবুজে -

পার্থ সারথী দত্ত- র কবিতা

সমাধান

জঠরে সন্তান ধরে অলিতে-গলিতে ঘোরে
উদ্ভ্রান্ত মা
আশ্রয়ের সন্ধানে।
কুয়াশার কম্বলে চাঁদমুখ ঢেকে
রে-রে করে ধেয়ে আসছে পালে পালে
বহুবর্ণ বহুরূপী ধর্ষক।

এক চিলতে হৃদয়ের আশায়

মা তবু দৌড়য়
প্রান্ত থেকে প্রান্তে,
জীবন থেকে মরণে,
শুরু থেকে শেষে।
সময় গ্রাস করে তার স্বেদ, অশ্রু আর রক্ত।

এক ধর্ষণে জাত এ ভ্রূণ,
তোমায় যে বাঁচাতেই হবে
আগামী ধর্ষণগুলো থেকে বাঁচবার জন্যে।

অরূপ চৌধুরী-র কবিতা

লাভা

দেখি কিছু আসে কি না ভাবতে ভাবতে বসে পড়লাম সেই অভ্যেসের চেয়ারে ঝুঁকে দেখে

নিলাম প্রতিদিনের অচেনা টেবল দাঁতে চিবোলাম সেই লাল ডটপেন কল্পনাকে কু দিলাম
স্বপ্নাকেও শুকনো ও খরখরে শরীরের মাঝখানে লুকিয়ে আছে যে বহুচর্চিত ভিসুভিয়াস
আমি তাকে একটা গুপ্ত ঝরনার গান শোনালাম যাতে লাভা ঝরানোর সময় আগুনের পাশাপাশি
তার মাথায় একটু জলও থাকে আমার এই নশ্বর শরীরের যেটুকু ইতিহাস সে তো সেই
আগুন আর জলেরই ইতিহাস যাকে কেটে টুকরো করে ছড়িয়ে দিলে ফিরে আসে সেই জল
আর আগুনই পৃথিবীতে এমন কোনো বাঁধ নেই অথবা দমকল যারা যুগলে আমার পাঙ্গার
কাছে নখরা দ্যাখাবে ছিলাম যেমন সত্যি আছি সত্যে থেকে যাব চক্রধরপুরে জুড়ে থাকব
দূরে থাকব দুনিয়ার তাবৎ ঝংকারে তবলায় ও ড্রামে কাছে কাছে ম্যাডোনা বা ব্রিটনি স্পিয়ারে
থাকব থেকে যাবো মরে তো যাচ্ছিনা এখনই চলেও যাচ্ছি না শরীরের মাঝখানে আজো
সেই আগুন হিক্কা ইরাপশন আর মোল্টিং রক ঘুমের ভেতরে মাঝরাতে আমাকে জাগায়
ঝাঁকায় 'ওহ, কম অন ম্যান, আইদার ইউ টেক মি অর রেডি ফর দা ডেথ' ঘুমের ভেতর
থেকে দুর্যোধন মাঝরাতে কেলিয়ে উঠি তখন আমার এক হাতে কখনো বা ভিসুভিয়াস অন্য
হাতে ফিলিপাইন সমুদ্রের ঝড় --

দীপঙ্কর দত্ত-র কবিতা

ইছামতী

যথেষ্ট বর্গী বাৎসন্যায়ের পরও যূথিকার ঠিক মোচন হয়না ফলে এমন চেঁচায়
যে স্টীমার এর যে কেবিনেই ছালায় শুয়ে পরছি আইদার দরজায় নক পরে
নয় জানলার নিচ দিয়ে খেউড় পাড়তে পাড়তে একটা বোঝাই বজরা যায়
কত্তা ইট্টু আইস্তে গো কুমীরগুলান ঘুমাইছে !

ঢেউয়েরা কাজলা সোফোক্লিশে
আন্তি গোনে চিলানীর ছোঁ ছায়ার বিয়োগান্ত ডবল ডিপ দফনানা
গুঁড়ো ইলশে বৃষ্টির পর রোদ চকমকি ঝিকিয়ে উঠছে নুড়ির সোঁদাল নুর-এ-দোজখ

আর দূরে দূরে মানুষের জিরজিরে বোর্ন ভিটামাটি
লাউডগার হিসিং সারাউন্ড সাউন্ড রুটির কুটির শিল্প আর
গাছে গাছে আমের হাইনরিশ বোল হরি হামিং হোমিং মলিকা-এ-তরন্নুম পাখি -

খাতুনের লাশটা আট ইঞ্চি ব্যাসের পোর্টহোল গলিয়ে জলে ফেলে দেওয়ার
চেষ্টা করে দেখলাম সব বৃথা
কুপিয়ে কাটার কুড়োল জাতীয় কোনো অওজারও নেই
গলায় নাইলন ফাঁসের লিনিয়ার একচাইমোসিস
ল্যারিনজিয়াল রাপ্চারের পর দড়ি দড়ি গ্যাঁজলা আলকাতরা আমি ডেক স্টেওয়ার্ডদের
বোঝাতে পারবোনা এটা ওরকমই আকছার একটা ইসাডোরা ডানকান সিন্ড্রম-

উজান এলো উতল কবোত্তল এনেথ হুলু হুলু অনর্গল স্বন ইছামতী
মোচাখোলাদের লায়লা টিমটিম করছে
হাট্টিমার ফোঁপরা ইষল্লাল লেবিয়ার চেরি কুঁড়ির গার্নিশে
আমি কি ঝাঁপ দেবো, সাঁতরে উঠবো যোগিনীঘাট ?
প্রবল হাওয়ায় বিষের মতো টলটল করছে ছাঁদনাতলা
মৃন্ময়ী কি পিঁড়েয় ঘুমিয়ে পড়েছে ?
মুন্সিগঞ্জ পুলিস শুঁকতে শুঁকতে ঘিরে ফেলছে গোটা তল্লাট --

ফেরা

সাপেরা নিয়ন্তা
আলো করে অস্ত যাচ্ছে নয়নতারার এক-বিহান ছয়লাপ রাস্কেল রেড
হানা বাড়ির হাস্নু হাস তু হরদম
কুবেরের জেবারাত আগলে দহলীজের ফাটলে ফাটলে যক্ষী চন্দ্রবোরার পুশ্তায়নি মুথুট ফিনান্স
গার্জিয়ান কল এ উছন্নের মেঘ শিশুরা থম অধোমুখ
পশলা পশলা ড্রপ আউট হচ্ছে ভূলোক দ্যুলোক ডুয়াল সিটিজেনশিপ আইপড অব্লিভীয়নে
প্র্যাকটিস ম্যাচ এ হ্যামস্ট্রিং ছেঁড়ার পর বৃষ্টি বিন্দুদের লোনাভলা পপিং ক্রীজে
অট্টম হাসছে মোহিনী কলমুহির মাড আইল্যান্ড ঝরোকার হাজারদুয়ার
বিচ ভলিবল প্লেয়ারের ডগি স্টাইল ঝিমুচ্ছে আলবোলায়
টিমে ফিরছে নয়নতারা, দরকচা ল্যাশ গ্রীন চুনরির শরমো-হায়া -

নয়নতারা রিটার্নস

একটা বুলেট গুরুম হলো
আমরা যারা ভাবছিলাম জিঞ্জার-গার্লিক-ভার্জিন অলিভ কুয়াশার থোলো ম্যারিনেড ব্রেস্ট
আভেনে পোড়াবো, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবো
কার্তুজটা তোলার সময় ফর্সেপে ডক্তর আর্থার দ্যাখালেন ইম্প্লান্টস ডৌল সিলিকন
জোড়া পান পাতায় আইভি-বিষাক্ত দেবী মুখের ব্লুইশ সিসিটিভি ফুটেজ
আমি চাইছিলাম ব্যালিস্টিক রিপোর্টের আগে সিগার কেসের ফিঙ্গারপ্রিন্টটা হাতে আসুক
প্যাগোডায় এক প্রহর চন্দ্রিমা যাপিয়ে উঠে দেওদারের স্ট্যান্ডিং ওভেশানে ক্ষার-খইল
যখন নাইতে নাবছে নয়নতারা, বারথোলিন ছুঁই ছুঁই ফল্গুর আলঝাইমার্স
কখনো কাপ্তান ও ধর্ষক ক্রু সদস্যদের নাম ভুলে যায়, কখনো জাহাজ ঘাটার সময়-সূচী--
ছাই-ছোবড়ায় ঘাটলায় পাঁজা হিন্দোলিয়াম মাজে একশো-এক জ্বর আর জল সালংকারা,

তলবেলির ঢেউয়ানি ডান্সএ চাঁদা মাছের ফ্যান ফলোয়িং বরশি চেবায় আর ব্লাড পিক ফ্যালে
কিন্তু ফাৎনা নড়েনা
হাল্ক হোগান ঘোড়-জুতুয়া চিকনী য়ুটার্ন নেয় নদী অকুস্থলে
যখন সমস্ত এভিডেন্স সাঁজোয়া দাড়িয়াবান্দা ল্যাবটেবল প্যাকেটে প্যাকেটে
মেঘেরা টহল দেয়, একবগ্গা পিট্টু কিতকিতিয়ে যায়
মর্গের এ খিড়কি ও জানলা টু গবাক্ষ টু উইন্ডো টু ডুরে বাতায়নে --

সুবর্ণরেখা

লুকিয়ে পরে চাঙর বাস্পের ওপার থেকে মওতাজ চিক্ষুর কু দিচ্ছে ঝিকঝিকেরা
কন্টেমপোরারি বাজানোর সময়
ছড় এ ফালা খেয়ে ফিনকি মারে বালুতলের কুইন্টএসেনশিয়াল সুবর্ণরেখা
অ্যাঞ্চি অ্যাঞ্চি লোটপোট মাফ হো গুস্তাখিঞা লুটের বাতাস হরিহে

ইউক্যালিপের ঘায়েল বাঘবন্দী অমানিশা অতঃপর নামে
প্রেতযোনির কাৎরা কাৎরা আবলুশ হেলহোল অরফ্যানেজ --

টফি দিতে চাইলাম জোড়াবেনী পাঁচমুড়ির মন্থন বললো উঁহু
আগে ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফারগুলোকে তাড়ান !
আলু-জিরে-রুটি ফয়েল প্যাক হোলো, বিসলেরী, ফ্লাস্কে চা এবার বিদেয় হোক ক্যারাভান
হায়েনাদের লণ্ডনড্রী-কুর্তি চির-ফাড়ের স্টিমি পিক্সেলের এক-আকাশ টুইঙ্কল শুট করবে
চোখগ্যালোদের ডানার কখনো জাজ্বল্য কভূবা দেদীপ্য ফ্ল্যাশ
রাত্রে দুধের গরম একটা গ্লাস আসে, মাদার পেরীরার রোহিপনল রূপকথা শুনতে শুনতে
নিশিরা হাঁটে আর পোহায় ওয়ার্ডেনের বিছানা বাথটাব গুলাবারি
ভোরে এক ব্লাডার বসে পরি পেচ্ছাবে আগুন কুন্থন
টয় ট্রেনের মতো নদী ঠুমক চলত সুবর্ণ রেত আর হাড় ঢুকে পরে ঘরে--

বাতিঘরের কোল্হু ঘূর্ণায় জলের কাকচক্ষু হ্যাজাক
বিনোদবেনীর সর্পভ্রমে গর্জে অথচ বর্ষেনা ঢিট মেঘেদের শিওরোন
কাঁকই ফিরছে শাটল বেপনাঃ আঁশ আঁশ চিউইং আঠার বয়নে রেড রিবন নাটাই উড়ণমঙ্গলচন্ডী --
বে দিয়ে দাওয়ার পর টেডিরা এখন কিউট পোয়াতি
বার্বির রাবার চিবোতে চিবোতে হাই তোলে কুকুর
আর ছাতে ছাতে টাওয়ার, সালাম-এ-ইশ্ক, সার্ভিস রিভলবারের ঘোড়ার মারিহুয়ানা চিঁহি ও ঢিচকাঁও,
গ্রীন্ড উলট মাশরুম আর চড়ুয়ের লাবসীর খুদ ঠোকরানোর চক্রবাত ধুলোট হুল্লোড় --

দোলন সুস্তনী সোশ্যাল স্টাডিজ তথৈব কুসুমও ভোগ্যা
কুসুম এখন শ্রম দেয়, ব্লোজব পাঁচড়া প্রমেহ আর মাসকাবারি এক ব্যাঙ্গম ব্যাঙ্গম ডাক পরে
সিটু ফেরতা খদ্দর ছোঁ চঞ্চু এসে নিয়ে যায় ব্যাঙের আধুলি
কিসি কিসি ক্রীমি ক্যাডবেরী স্মুচআথন উল্ফ হুইসলিং
সুপারী দেই, গাদা বন্দুকের চোলাই ঘুম ঘুম ধাতুতে লাথ পরে
ওঠ শ্লা শুট>>>>শুট>>>> মামু তোর হিস্ট্রি শীটার --

... I've been doing all my life after people who interest me, because the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at

the same time, the ones that never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes "Awww!"...

Issue: 1, February, '13 * Editor: Dipankar Dutta * Email: deepankar_dutta@yahoo.co.in * Mobile: 9891628652 * Delhi